19

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

পাবনায় ২লক্ষ শিশু শিক্ষা হইতে বঞ্চিত

পাবনা সংবাদদাতা ॥ পাবনা জেলায় প্রায় ২লক্ষ শিশু শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অভিভাবকদের অর্থনৈতিক সংকটই ইহার প্রধান কারণ। ইহা ছাড়াও জেলার ৩২৭টি গ্রামে কোন সরকারী বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যে জানা গিয়াছে, শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত শিশু-কিশোরের মধ্যে রহিয়াছে ১ লক্ষ ১০ হাজার বালক এবং ৯৪ হাজার বালিকা।

একই তথ্যে জানা যায়, ৯টি থানায় সরকারী ও বে-সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৩-শত। ইহার মধ্যে ছাত্র রহিয়াছে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭ শত এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৫ শত। ইহা ছাড়াও পাবনা শহরে ১৬টি কিণ্ডার গার্টেনে প্রায় ৩ হাজার শিশু শিক্ষা লাভ করিতেছে।

দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

পাবনায়

(৩য় পৃঃ পর)

এক বে-সরকারী পরিসংখ্যানে জানা গিয়াছে, পাবনা জেলার ৭২টি ইউনিয়নের মধ্যে সদর থানার মালিগাদা, মালঞ্চি ভাড়ারা ও হিমাইতপুর ইউনিয়নে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত শিশু-কিশোরের সংখ্যা ২৭হাজারের মত। উল্লিখিত এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য বই খাতা ক্রয় এবং পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করিতে পারেন না। বাধ্য হইয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন রকম কাজেকর্মে লাগাইয়া দেন। উক্ত তথ্যে আরও জানা যায়, জেলার ১ হাজার ২ শত ৯২টি গ্রামের জন্য ৮৬৫টি বিদ্যালয় হইয়াছে।

গত ৫ বছরে ৯টি থানায় ৭৫টি বে-সরকারী বিদ্যালয় আর্থিক সংকট ও দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্ণা দিয়াও রেজিষ্ট্রেশন না পাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাবনার কয়েকটি গ্রাম পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ এলাকার গরীব পিতামাতা এখনও মেয়েদের অক্ষর জ্ঞানদানের কথা বিন্দুমাত্র ভাবিতেছেন না। ফলে এইসব এলাকার বালিকাদের তুলনায় বালকেরা অধিক সংখ্যায় স্কুলগামী হইলেও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তাহারা বিভিন্ন পেশায় জড়াইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বালকেরা স্কুল ছাড়িয়া হাতের কাজ শিখিবার জন্য শহরের দোকানে, কারখানায় ভীড় জমাইতেছে। ইহা ছাড়াও কৃষক অভিভাবকরা ছেলেদেরকে স্কুল ছাড়াইয়া ক্ষেত খামারে সাহায্যকারী হিসাবে কাজে লাগাইতেছে।